দৈনিক সংবাদ

১২/৮/২০০৩

তারিখ ... ...
পৃঃ ৩ কলাম ৪....

ড্যাব-এর চাপে বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ খুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত

বরিশাল থেকে মানবেন্দ্র বটব্যাল ঃ প্রশাসন সবুজ সংকেত না দিলেও ড্যাব দলীয় চিকিৎসকদের চাপে অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সভায় অচিরেই বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ড্যাব দলীয় সদস্যদের হুমকির মুখে সচেতন শিক্ষকেরা সভায় কথা বলারও সাহস পাননি। সোমবারে অনুষ্ঠিত একাডেমিক কাউন্সিলের সভাতেও অসদস্যরা উপস্থিত থেকে হম্বিতম্বি করেন।

বহিরাগত সন্ত্রাসীদের সহযোগিতায় ছাত্রদল-ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীদের ব্যাপক তান্ডব, ভাঙচুর ও হামলার মুখে গত ২১শে জুলাই বরিশাল মেডিকেল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ছাত্রদের একই দিন সন্ধ্যার মধ্যে ছাত্রাবাস ত্যাগ করার নির্দেশ দেয়া হয়। এরপরই ড্যাব দলীয় চিকিৎসকেরা কলেজ খুলে দেওয়ার জন্য অধ্যক্ষের উপর চাপ প্রয়োগ শুরু করেন। আর তারই প্রক্রিয়া হিসেবে গত ৩১শে জুলাই ও ৬ই আগস্ট কলেজ অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সভা ডাকা হয়। উভয় দিনই অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য না হওয়া সত্ত্বেও জেলা ড্যাব সম্পাদক ডা. আমিনুল হক, ছাত্রদল ও ছাত্র শিবিরের নেতারা সভায় উপস্থিত হয়ে বক্তৃতা দেন। ৬ই আগস্টের সভায় বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনাশেষে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য কলেজ উপাধ্যক্ষকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি ছাত্র সংসদ ও ছাত্রলীগ নেতাদের সঙ্গে আলোচনা শেষে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য কলেজ উপাধ্যক্ষকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে কলেজ খুলে দেওয়ার জন্য সুপারিশ করে।

অন্যদিকে গত ৯ই আগস্ট জেলা প্রশাসক আহূত জেলার আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক মতবিনিময় সভায় সকল ছাত্র সংগঠন এক মাসের জন্য কলেজে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ রাখা এবং সকল ছাত্র সংগঠনের সদস্যরা মিলেমিশে ছাত্রাবাসে বসবাস করায় সম্মত হলে কলেজ খুলে দেওয়ার পক্ষে সুপারিশ করা হয়। সুপারিশ অনুযায়ী কলেজ অধ্যক্ষ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে বসার উদ্যোগ নিলেও কোন ছাত্র সংগঠনই তাতে সাড়া দেয়নি। অন্যদিকে অধ্যক্ষ ঢাকায় গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করলে ছাত্র সংঘর্ষ এড়িয়ে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে উপদেশ দেয়া হয়। বিদায়ী পুলিশ সুপারের সঙ্গে আলোচনা করলে তিনি ১০ দিন অপেক্ষা করার জন্য উপদেশ দেন। অধ্যক্ষ রোববার জেলা প্রশাসকের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলে তিনি সোমবার দুপুরে পুলিশ সুপারও বিডিআরের মেজরের সঙ্গে বসে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবেন বলে জানান এবং এ সময়ে কলেজের অধ্যক্ষকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করেন। অধ্যক্ষ সোমবার সকালে নবাগত পুলিশ সুপারের সঙ্গে আলোচনা করলে তিনি ২/১ দিন পরে মতামত জানাবেন বলে আশ্বাস দেন।

এ অবস্থায় সোমবার সকালে কলেজ অধ্যক্ষের সভাপতিত্বে একাডেমিক কাউন্সিলের সভা শুরু হলে সভায় যথারীতি কাউন্সিলের অসদস্য ডা. আমিনুল হক এবং ছাত্রদল-ছাত্রশিবিরের নেতারা সভায় উপস্থিত হন। অধ্যক্ষ সকল ঘটনা সদস্যদেরকে জানানোর আগেই জেলা ড্যাব সভাপতি ডা. আজিজ রহিম, সহ-সভাপতি গোলাম মাহমুদ সেলিম, ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের ডাঃ হাবিবুর রহমান ও দলের অন্য সদস্যরা মারমুখী হয়ে ওঠেন। ডা. হাবিবুর রহমান ছাত্রদল ও ছাত্র শিবিরের পক্ষ হয়ে বক্তৃতা দিয়ে গত পাঁচ বছরে তাদের উপরে নির্যাতনের বিবরণ দিয়ে তখনই কলেজ খুলে দেয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করেন। ড্যাব দলীয় সদস্যদের মারমুখী মনোভাবের কারণে অন্যান্য শিক্ষকরা নিশ্চুপ থাকেন। এ অবস্থায় সভা শেষ হলে কলেজ অধ্যক্ষ আরো ২/১ জন সিনিয়র সদস্যদের নিয়ে বেলা দুটায় জেলা প্রশাসকের সাথে দেখা করেন। তিনি বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য মঙ্গলবার সকালে পুলিশ সুপার ও বিডিআর মেজরকে সাথে নিয়ে অধ্যক্ষের অফিস কক্ষে বসবেন বলে আশ্বাস দেন।

৩/৪ বছর ছাত্রাবাস থেকে বিতাড়িত হয়ে কলেজ ছাত্রদলের সদস্যরা এখন মরিয়া হয়ে উঠেছে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য। আর পরিস্থিতি সামাল না দিয়ে ড্যাব দলীয় শিক্ষকরা তাদেরকে উস্কানি দিচ্ছে। এ অবস্থায় এখন কলেজটি খুলে দেয়া হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন কলেজের সুস্থমনা শিক্ষক ও চিকিৎসকেরা।